বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ৩৩টি আইএলও কনভেনশনকে অনুমোদিত করেছে, যার মধ্যে সাতটি মুখ্য কনভেনশন অন্তর্ভুক্ত। ফলে, প্রশাসনিকভাবে এটি চিহ্নিত যে আন্তর্জাতিক মানকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা

সামাজিক দায়িত্বশীলতার এই নীতির বক্তব্য হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল বিল অব হিউম্যান রাইটস[৬] এর বিষয়বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী থাকবে এবং এমন কোনো পরিস্থিতির সুযোগ নেবে না, যা মানবাধিকারকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

মানবাধিকার এর মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত, তবে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় :

- সভা গঠন করার স্বাধীনতা এবং দলগতভাবে দাবি পেশ করার অধিকারকে কার্যকরভাবে গ্রহণ করা।
- যে সকল কাজ জোর করে বা বাধ্যতামূলকভাবে করা হয় সে সকল কাজ বাতিল করা।
- কার্যকরভাবে শিশু শ্রম বাতিল করা।
- কাজের মধ্যে বৈষম্য ও দর কষাকষি বাতিল করা।

সকল কর্মীরই নিরাপদ কার্য পরিবেশের অধিকার আছে। ঢাকায় সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ডের ঘটনা এই বিষয়ে আরো বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুরনো নকশা নিয়ে কাজ করার চাইতে নতুন বিল্ডিং-এ নিরাপত্তার নকশা করাটা অনেক বেশি সুলভ।

[৬] http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bill_of_Human_Rights

Government of Canada
High Commission of Canada
Gouvernement du Canada
Haut-commissariat du Canada